


বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

Financial Management in Bangladesh



পূর্ববর্তী ইউনিটগুলো পাঠের পর আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। এই ইউনিটগুলো আপনাকে ধারণা দিয়েছে আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়বস্তু এবং কলাকৌশল সম্পর্কে। এই কলাকৌশলগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন- একটি NGO প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা আর একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা একই রকম হবে না। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির মত আবার যে কোন দেশের প্রচলিত প্রথা (convention) -র কারণে ঐ দেশে বিদ্যমান আর্থিক ব্যবস্থাপনা ভিন্ন হবে। যেমন- পাকিস্তানে ইসলামি অর্থনীতি কার্যকর। তাই পাকিস্তানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বরূপ এবং আমেরিকার আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বরূপ কখনই পরস্পরের অনুরূপ হবে না। আর্থিক ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল সম্পর্কে জানার পর আপনার নিশ্চয়ই বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করবে। আপনার এই ইচ্ছে পূরণ করার জন্য ৮নং ইউনিটটিতে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

 ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ
এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-৮.১ : কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনা	
পাঠ-৮.২ : সরকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	
পাঠ-৮.৩ : বাংলাদেশে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা	

পাঠ-৮.১

কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনা
Financial Management of Company

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের কোম্পানিগুলির আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

স্বাধীনতার পর পর আমাদের দেশে বেসরকারী মালিকানার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী মালিকানার আওতাভুক্ত করা হয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে এরূপ সরকারীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়, সেটি পরবর্তী পর্যায়ে অর্জিত হয়নি। এর মূলে ছিল সরকারী প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব। এরূপ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে এবং সীমিত সম্পদের অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে বছর বছর ক্রমাগত লোকসান দিতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর পর সরকার অনুভব করেন 'Privatization promotes development', অর্থাৎ বেসরকারীকরণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। এই মূলনীতি সামনে রেখেই ১৯৮৫ সালে সরকার বেসরকারীকরণ কার্যক্রম শুরু করেন। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহেও এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এ ব্যাপারে মালয়েশিয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সরকারের বেসরকারীকরণ (Privatization) নীতির আওতায় বেসরকারী অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদানের জন্য দেশে বেশ কিছু ছোট বড় সরকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও করা হয়। ফলে গড়ে উঠে একমালিকানা, অংশীদারী ও কোম্পানি কাঠামোর আওতায় অগণিত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ফলশ্রুতিতে দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপকের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। কারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হল আর্থিক ব্যবস্থাপনা। তাহলে আসুন বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করি। তবে এই পাঠে শুধু কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আপনি ইতোমধ্যে জেনেছেন, কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনা মূলতঃ তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন-

- বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- অর্থায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোম্পানিকে ব্যবসার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হয়। এটি যাচাই করার জন্য প্রথমেই একটি প্রকল্প প্রণয়ন করতে হয়। প্রকল্প প্রণয়নে পাঁচটি দিককে অবশ্যই পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে যাচাই করতে হয়। দিক পাঁচটি হল-

- ব্যবস্থাপনা দিক (Managerial Aspects)
- আর্থিক দিক (Financial Aspects)
- কারিগরী দিক (Technical Aspects)
- বাজার দিক (Market Aspects)
- অর্থনৈতিক দিক (Economic Aspects)

ব্যবস্থাপনা দিকটিতে মূলতঃ কোম্পানির উদ্যোক্তা বা পরিচালকদের পূর্ববর্তী ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে হয়। আর্থিক দিকটিতে কোম্পানিটি আর্থিকভাবে লাভবান (financially profitable) হবে কি হবে না তার একটি যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ প্রাক্কলনের বিবরণ দিতে হয়। কেননা কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। যে কোম্পানি লাভজনক হবে না সেটিকে কখনই চলমান রাখা যাবে না। কোন একটি ব্যবসা লাভজনক হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু এই ব্যবসাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ব্যবসায়ের স্থান ইত্যাদি উপযোগী কিনা তার একটি বিবরণ প্রস্তুত করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুন্দরবন এলাকা পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানার জন্য কারিগরীভাবে মোটেই গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছনীয় হবে না। কারণ এখানে আপনি প্রয়োজনীয় ও দক্ষ শ্রমিক পাবেন না, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং প্রস্তুতকৃত পোশাক বাজারজাতকরণে অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হবেন। কিন্তু নিউজপ্রিন্ট প্রস্তুতকারী কারখানার জন্য সুন্দরবন এলাকা কারিগরীভাবে গ্রহণযোগ্য। কারণ নিউজপ্রিন্টের কাঁচামাল হিসাবে গোওয়া কাঠ ব্যবহার করা হয় যার প্রাপ্তিস্থান হলো সুন্দরবন এলাকা। কোম্পানির মূল ব্যবসার বাজার না থাকলে কোম্পানি চলতে পারবে না। কেননা কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয় না হলে মুনাফা অর্জিত হবে না। তাই বাজার দিকটিতে অবশ্যই পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে যথাযথ প্রাক্কলন করে তার একটি বিবরণ তুলে ধরতে হবে। ভবিষ্যতে যে পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি (demand creation) করা যাবে বলে অনুমান করা হয় তারও একটি বিবরণ দেওয়া উচিত। এখানে আপনার মনে হতে পারে চাহিদা আবার সৃষ্টি করা যায় কিভাবে? হ্যাঁ চাহিদা সৃষ্টি করা যায়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আপনার কাছে স্পষ্ট হবে। যেমন- জার্মানি একীভূত হওয়ার আন্দোলনের সময় পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিকে বিভক্তকারী বার্লিন প্রাচীরটিকে একজন মার্কিন ব্যবসায়ী ৫ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে ক্রয় করতে চেয়েছিলেন। এর পূর্বে বার্লিন প্রাচীরের চাহিদা ছিল না। মার্কিন ব্যবসায়ীর ক্রয়ের প্রস্তাবটি প্রাচীরটির চাহিদা সৃষ্টি করে। তাঁর এই ক্রয় প্রস্তাবে প্রাচীর ভেঙ্গে দুই জার্মানি একত্র করার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যাদুঘরগুলোতে অর্থের বিনিময়ে জার্মান ঐতিহাসিক নিদর্শন বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল।

অর্থনৈতিক দিকটির বিশদ ব্যাখ্যা না দিয়ে একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ধরুন, একটি শিল্প কারখানায় ৫০০ লোক কাজ করে। এই কারখানার পাশে আপনি হয়ত দেখতে পাবেন ছোট পানের দোকান বা কোন খাবারের দোকান। এতে একটি জিনিষ স্পষ্ট যে, কারখানাটি ৫০০ লোকের সাথে উল্লিখিত দোকানের মালিকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছে। ফলে তাঁদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। এটিকেই আমরা প্রকল্পের অর্থনৈতিক দিক হিসাবে গণ্য করব।

ধরুন, কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি কোম্পানি গঠন করবেন। এই কোম্পানিটির ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য আপনাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাংকের শরণাপন্ন হবেন। কিন্তু ব্যাংক আপনাকে চাওয়া মাত্র ঋণ (loan) দিবে না। আপনাকে অবশ্যই উল্লিখিত পাঁচটি দিকের (aspect) উপর সম্ভাব্যতা যাচাই (feasibility study) করে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। অতঃপর ব্যাংক এই প্রকল্প মূল্যায়ন (project appraisal) করে ইতিবাচক সাড়া পেলে ঋণ মঞ্জুর করে। আমাদের দেশে উন্নয়ন ব্যাংকসমূহ যেমন, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (BSRS), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (BKB), বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (BSB), ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) নিজস্ব লোকবল দ্বারা ঋণপ্রত্যাশী কোম্পানির প্রকল্প মূল্যায়ন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যেমন- সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডও এই পদ্ধতিতে কোম্পানিগুলোকে অর্থায়ন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে বহুজাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন- SABINCO, IPDC ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে কোম্পানিতে অর্থায়ন করে।

অর্থায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রকল্প প্রণয়নের পর প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করতে হয়। এখানে আর্থিক ব্যবস্থাপক প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশে পাবলিক কোম্পানিগুলোকে আইন অনুযায়ী শেয়ার ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। তবে সমস্যা হল নানা অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীগণ নতুন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে ইচ্ছুক হয় না। তাই কোম্পানিগুলো এই সমস্যা নিরসনের জন্য ব্যাংক বা অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সেতু অর্থায়নের (bridge finance) পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলো নতুন পাবলিক কোম্পানির অবিলম্বিত (unissued) শেয়ারগুলো জামানত হিসাবে রেখে ঋণ সরবরাহ করে। এই ঋণের অর্থ দ্বারা কোম্পানি ব্যবসায়িক কার্যক্রম

শুরু করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে কোম্পানির উপর জনসাধারণের আস্থা জন্মায়। তখন কোম্পানি বাজারে শেয়ার ইস্যু করে শেয়ার মূলধন (share capital) সংগ্রহ করে। এই শেয়ার মূলধনের অর্থ দ্বারা পরে সেতু অর্থায়নের আওতায় গৃহীত ঋণ পরিশোধ করে। শেয়ার মূলধন ছাড়াও আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো মেয়াদী অর্থ সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে। এ ছাড়া ব্যাংক নতুন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানিকে অর্থায়ন করে থাকে। একে Equity Participation বলা হয়।

আমাদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধনের অর্থায়নের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হয় তা মূলতঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি এবং উন্নয়ন ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদী ঋণের মাধ্যমে মেটানো হয়। তবে অবচয় তহবিল, সংরক্ষিত আয়, ব্যবসা ঋণ (trade credit) ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়। সংরক্ষিত আয়ের অর্থ প্রায় ক্ষেত্রে BMRE -এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আমাদের দেশের কোম্পানিগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা লাভের কি পরিমাণ লভ্যাংশ হিসাবে মালিকের মাঝে বিতরণ করবে এবং কি পরিমাণ কোম্পানির সম্প্রসারণের জন্য সংরক্ষিত করবে তা নিয়ে সর্বদাই একটি চিন্তার মধ্যে থাকে। কারণ শেয়ারহোল্ডারগণের নগদ লভ্যাংশের উপর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি, তাই লাভের একটি বিরাট অংশ লভ্যাংশ হিসাবে তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। মূলধনী লাভের (capital gain) উপর তেমন আগ্রহ শেয়ারহোল্ডারদের নেই। ফলে সংরক্ষিত আয় থেকে অর্থায়ন করে কোম্পানির সম্প্রসারণ কাজ বাধাগ্রস্ত হয়।



সারসংক্ষেপ :

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হল আর্থিক ব্যবস্থাপনা।
- অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- SABINCO, IPDC ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে কোম্পানিতে অর্থায়ন করে।
- আমাদের দেশে পাবলিক কোম্পানিগুলোকে আইন অনুযায়ী শেয়ার ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহ করতে হয়।
- শেয়ার মূলধনের অর্থ দ্বারা কোম্পানি পরে সেতু অর্থায়নের আওতায় গৃহীত ঋণ পরিশোধ করে।
- আমাদের দেশের শেয়ারহোল্ডারগণের নগদ লভ্যাংশের উপর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি।

পাঠ-৮.২

সরকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

Financial Management in Govt. Organization



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সরকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশে সরকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ধাপগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সনের জাতীয়করণ নীতির আওতায় ১১টি সেক্টর কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এই কর্পোরেশনগুলোর আওতায় ৪০৬টি প্রতিষ্ঠান কার্যরত ছিল। পরে ১৯৭৬ সালে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে কর্পোরেশনের সংখ্যা দাড়ায় ৭টি। এই পাঠে সরকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হবে।

সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সম্পূর্ণ সরকারীভাবে। নতুন বিনিয়োগ হোক, কিংবা পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্যই বিনিয়োগ হোক না কেন এটি একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। নিচে এর একটি বর্ণনা দেওয়া হলো-

সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের কার্য মূলতঃ সরকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা নামে পরিচিত। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার জন্য তিনটি ধাপ অনুসরণের প্রয়োজন হয়। ধাপ তিনটি হলো-

- * প্রকল্প প্রণয়ন
- * প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদন
- * প্রকল্প বাস্তবায়ন।

* প্রকল্প প্রণয়ন

সরকারী খাতের শিল্প প্রকল্পগুলোর উদ্যোক্তা বা স্পন্সর মূলতঃ কর্পোরেশন বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। এই প্রকল্পগুলো বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছক (Proforma) অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হয়। প্রকল্প প্রণয়নের পর এর সম্ভাব্যতা যাচাই (feasibility study) করতে হয়। প্রকল্প ছকে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হয়।

- * **প্রকল্প ডাইজেস্ট-** এখানে প্রকল্পের নাম, কি উদ্দেশ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে, প্রকল্পের অবস্থান কোথায় হবে, প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা, প্রকল্প শুরু ও শেষ হওয়ার প্রস্তাবিত তারিখ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- * **প্রকল্প বর্ণনা-** প্রকল্প বর্ণনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটিতে প্রকল্পের প্রকৃতি ও লক্ষ্য, গুরুত্ব, জড়িত স্বাভাবিক কাজকর্ম ও তাদের লক্ষ্যমাত্রা এবং কাঁচামাল, শক্তি ও শ্রমিক ইত্যাদির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- * **ব্যয় প্রাক্কলন-** একটি প্রকল্পের ব্যয় প্রধানত দু'ধরনের মুদ্রায় হতে পারে। যেমন- একটি দেশীয় মুদ্রায় এবং অপরটি বৈদেশিক মুদ্রায়। ব্যয় প্রাক্কলনের সময় খাতওয়ারী বিনিয়োগ ব্যয়ের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। বিনিয়োগ ব্যয়ের পর চলতি মূলধন ব্যয়েরও একটি প্রাক্কলন প্রয়োজন হয়। প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ের জন্য এতে অবশ্যই পরিচালনা ব্যয়ের একটি শ্রেণীবিভাগ উল্লেখপূর্বক যথাযথ বিবরণ ব্যয় প্রাক্কলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।
- * **প্রকল্প অর্থায়ন-** প্রকল্প ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কোন কোন উৎস থেকে, কি উপায়ে, কি পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা হবে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- * **প্রকল্পের সুবিধাসমূহ-** প্রকল্পটি যদি উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতায় পৌঁছানোর সময়, উৎপাদিত বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যের বিবরণ এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উৎপাদন ব্যতীত অন্যান্য সুবিধাও প্রকল্প থেকে হতে পারে। তাহলে ঐ সকল সুবিধারও প্রাক্কলিত বার্ষিক মূল্যের বিবরণ দিতে হবে।

- * **জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা-** যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জনশক্তির প্রয়োজন। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তির পরিমাণ, যোগ্যতা, নির্বাচনের মানদণ্ড (selecting criteria), নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের শর্ত ও পদ্ধতি ইত্যাদির বর্ণনা থাকে।
- * **জের স্বাভাবিক ও আর্থিক তালিকা-** প্রকল্পের কাজ শুরু করার এবং শেষ হওয়ার তারিখের উল্লেখ এতে থাকে। নির্ধারিত তারিখে কাজ শেষ করার জন্য যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি সংগ্রহ করার বর্ষভিত্তিক তালিকা ও প্রক্রিয়াকরণের বিবরণও এর মধ্যে থাকে।
- * **প্রকল্প বিশ্লেষণ-** যে কোন অর্থনৈতিক প্রকল্প থেকে আর্থিক (financial) এবং অর্থনৈতিক (economic) সুবিধা পাওয়া যায়। উভয় ধরনের সুবিধার একটি বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ এর মধ্যে থাকে।

একটি প্রকল্পের জন্য উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের বিবরণ সমেত যে দলিল (document) তৈরি করা হয় তাকে প্রজেক্ট প্রোফাইল (Project Profile, PP) বলা হয়।

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রকল্পের একটি প্রামাণ্য দলিল। পরে এটাকে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় বিষয় এর মধ্যে বর্ণিত থাকে। বাস্তবায়নকালে সাধারণত এর বহির্ভূত কোন কাজ করা যায় না বললেই চলে। কারণ এটিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। তাহলে আসুন প্রকল্প প্রণয়নের পর সেটি অনুমোদিত হয় কিভাবে তা নিয়ে আলোচনা করি।

* প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদন

প্রকল্প প্রণয়ন করার পর সেটিকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে হয়। দৃষ্টিকোণ তিনটি হলো-

- * কারিগরী
- * আর্থিক
- * অর্থনৈতিক

প্রণীত প্রকল্প বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কারিগরীভাবে ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। কারিগরীভাবে গ্রহণযোগ্য না হলে সেই প্রকল্প নেওয়া হয় না। প্রণীত প্রকল্প আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হলে সেটি টিকে থাকতে পারে না। তাই প্রকল্পটি আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারবে কি না তা মূল্যায়ন করতে হবে।

সরকারী প্রকল্পের অর্থনৈতিক দিক বিশেষভাবে মূল্যায়ন করতে হয়। কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই সরকারী প্রকল্প মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় না। দেশ ও জাতির সেবায় তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশ ও জাতি কতটুকু উপকৃত হলো তা অবশ্যই নিরূপণ করতে হবে। মুনাফা অর্জন এখানে মুখ্য বিষয় নয়। বর্তমানে সরকার পাট শিল্পের আওতাভুক্ত চলমান প্রকল্পগুলো বছরের পর বছর লোকসান দেওয়া সত্ত্বেও ভর্তুকী দিয়ে টিকিয়ে রেখেছেন। এর মূল কারণ অর্থনৈতিক কারণ, আর্থিক কারণ নয়। সুতরাং সরকারী প্রকল্প মূল্যায়নের সময় অর্থনৈতিক দিকটির উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। প্রকল্প মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের উপযোগিতা যাচাই করা। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের উপযোগিতা যাচাইয়ের পর সেটিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থমন্ত্রণালয় এবং সরকারী প্রকল্প মন্ত্রণালয় সরকারী প্রকল্পের অনুমোদন দেয়।

প্রকল্প অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্ব প্রথম যে জিনিসটির প্রয়োজন হয় তাহলো প্রকল্পে অর্থায়ন। সরকারী প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন সাধারণত সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন খাত থেকে করা হয়। সরকার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এই ঋণ দেশী বা বিদেশী ব্যাংক থেকে সংগৃহীত হতে পারে। বাংলাদেশ সরকার যে সকল বিদেশী ব্যাংক থেকে ঋণ সংগ্রহ করেন তার মধ্যে এডিবি, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ও বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানের জন্য দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় একটি খাত নির্দিষ্ট করে রাখে। সুতরাং আপনি বুঝতেই পারছেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের একটি প্রধান উৎস।

উন্নয়ন বাজেটের বাইরে বাংলাদেশে কার্যরত উন্নয়ন ব্যাংকসমূহ যেমন- BSB, BSRs, ICB সরকারী মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এই ঋণ দেশী ও বৈদেশিক উভয় মুদ্রায় হতে পারে। তবে এই ঋণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে জামানত (security) -এর ব্যবস্থা করতে হয়।

উন্নয়ন ব্যাংকের পাশাপাশি দেশের সরকারী ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করছে। এই ঋণ মূলতঃ চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্যই দেওয়া হয়। এই ঋণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে মজুতপণ্য জামানত হিসাবে এবং স্থায়ী সম্পদ অতিরিক্ত জামানত (collateral security) হিসাবে রাখতে হয়।

সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মজুতপণ্য (inventory) বা অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ জামানত হিসাবে রেখে বীমা কর্পোরেশন ও বীমা কোম্পানিগুলোর অর্থ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণ হিসাবে নিতে পারে।

সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। এই তহবিল সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের কাছে নির্ধারিত সুদে সরকারী প্রতিষ্ঠান ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে। এর জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ জামানত হিসাবে রাখতে হয়।

প্রকল্প অনুমোদনের পর এটিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করতে হয়। যে কর্তৃপক্ষ প্রকল্প Sponsor করে সেই কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি পরিচালনা বা Steering Committee গঠন করে দেয়। এই কমিটির আওতাধীনে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য সম্পন্ন হয়।



সারসংক্ষেপ :

- সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের কার্য মূলতঃ সরকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা নামে পরিচিত।
- সরকারী খাতের শিল্প প্রকল্পগুলো বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হয়।
- একটি প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ সমেত যে দলিল প্রস্তুত করা হয় তাকে প্রজেক্ট প্রোফাইল বলে।
- সরকারী প্রকল্পের অর্থনৈতিক দিক বিশেষভাবে মূল্যায়ন করতে হয়।
- সরকারী প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন সাধারণত সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন খাত থেকে করা হয়।
- উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে জামানত -এর ব্যবস্থা করতে হয়।
- প্রকল্প অনুমোদনের পর এটিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করতে হয়।

পাঠ-৮.৩

বাংলাদেশে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা

Problems of Financial Management in Bangladesh



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে আর্থিক ব্যবস্থাপনার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাফল্যের উপরই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সমস্যা থাকলে সবকিছুই জটিল হয়ে যায়। তাই আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশে আর্থিক ব্যবস্থাপনার নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। নিচে এই সকল সমস্যাগুলো বর্ণনা করা হলো।

(১) প্রধান আর্থিক নির্বাহীর অধীনে বিদ্যমান শাখা

সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা ধরুন। এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে একজন প্রধান আর্থিক নির্বাহী থাকেন। তিনি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ, উৎপাদন ব্যয় ও বাজেট, অর্থ এবং হিসাব শাখা নামক এই চারটি শাখার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রধান আর্থিক নির্বাহীর কাজের চাপ বেড়ে যায় এবং সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না।

এবার বেসরকারী খাতের শিল্প সংস্থার কথা ধরুন, বেসরকারী খাতের শিল্প সংস্থায় প্রধান নির্বাহীর অধীনে সাধারণ হিসাব এবং উৎপাদন ব্যয় ও বাজেট শাখা নামে মাত্র দুটি শাখা থাকে। ফলে আর্থিক নির্বাহী সহজে শাখাগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

(২) কেন্দ্রীভূত আর্থিক সিদ্ধান্ত (Centralized Financial Decision)

আমাদের দেশে সরকারী কর্তৃপক্ষ আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এই সকল নীতিমালাগুলো পরবর্তীকালে সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র বাস্তবায়ন করা হয়। এখানে আর্থিক ব্যবস্থাপক শুধু বাস্তবায়ক (catalyzer) মাত্র কিন্তু প্রায় সময়ই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এদিকে তিনি এই নীতিমালার বাইরে কোন কাজও করতে পারেন না। ফলে তাঁর পেশাগত কাজের মধ্যে কোন সৃজনশীলতা প্রকাশ পায় না। এজন্য সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীভূত না করে এটি বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন।

(৩) কেন্দ্রীভূত আর্থিক ক্ষমতা (Centralized Financial Power)

সরকারী মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থ সংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের উপর থাকে। কিন্তু যিনি প্রধান আর্থিক ব্যবস্থাপক তাঁর কাছে একটি নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত আর্থিক ক্ষমতা থাকে। প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান আর্থিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হন না। ফলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(৪) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত (Investment Decision)

বেসরকারী এবং সরকারী যে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পূর্বে প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই করে নিতে হয়। কিন্তু এই ধরনের যাচাইকরণ কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা খুব কম। এছাড়া এই কাজটি করার জন্য যে তথ্য ব্যবহার করা হয় তার বিশ্বাসযোগ্যতা নগন্য। ফলে সঠিক প্রকল্প প্রণয়নের সংখ্যাও আমাদের দেশে অনেক কম। এ ছাড়া প্রকল্প প্রণয়নে অপেক্ষাকৃত প্রচলিত জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তহবিল ছাড়করণে বিলম্ব করেন, তাই প্রকল্প

মূল্যায়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক দেরী হয়। এ ছাড়া সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প সরকার নিজেই প্রণয়ন করেন। প্রকল্প মূল্যায়নের সময় প্রকল্প প্রণয়নের খরচ আদৌ বিবেচনায় আনা হয় না।

(৫) ঋণের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পত্তিতে অর্থায়ন

আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অর্জনে ঋণ পুঁজি ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনের জন্য নিজস্ব পুঁজির ব্যবহার খুব কম। এই ক্ষেত্রে ঋণের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। এই ঋণ আবার দীর্ঘ মেয়াদী। ফলে অতিরিক্ত সুদ প্রদান করতে হয়। অতিরিক্ত সুদের কারণে প্রতিষ্ঠানের লাভ অর্জন ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিন্তু এই সম্পত্তি অর্জনের জন্য যদি নিজস্ব পুঁজি, সংরক্ষিত আয় বা অন্য কোন অভ্যন্তরীণ উৎস ব্যবহার করা হয়, তাহলে তুলনামূলকভাবে ঋঁকি কমে যায় এবং লাভ অর্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সম্পত্তি অর্জনে অতিরিক্ত ঋণ ব্যবহারের কারণে আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ ছাড়া ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে নানাবিধ প্রতিকূল শর্ত আরোপ করে। ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাবলীল গতি ব্যাহত হয়।

(৬) অসম মূলধন কাঠামো

আমাদের দেশের প্রায় প্রকল্পই ঋণের টাকায় বাস্তবায়ন করা হয়। তবে নিজস্ব পুঁজির ব্যবহার করা হয় না এমন কথা বলা মোটেই ঠিক হবে না। ঋণ ও নিজস্ব পুঁজি উভয়ই ব্যবহার করা হয়। ঋণ ও নিজস্ব পুঁজির একটি কাঠামো ব্যবহার করা হয়। এই কাঠামো প্রায় সময়ই অসম হয়। ফলে অতিরিক্ত ঋণ ব্যবহারে ঋঁকি বেড়ে যায়। প্রায় সকল সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়ন ঋণের টাকায় সম্পন্ন করতে হচ্ছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের মত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও পুঁজির বিরাট অংশ ঋণের টাকা থেকে সরবরাহ করে। ঋণদাতা নিশ্চয়ই নানা শর্ত আরোপ করেন। ফলে আমাদের দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারছে না।

(৭) পুঁজি সংগ্রহে দীর্ঘ সূত্রতা

পদ্ধতিগত কারণে বাংলাদেশে ঋণ ও নিজস্ব পুঁজি (equity) সংগ্রহে অহেতুক বিলম্ব হয়। এই বিলম্বের কারণে অনেক সময় পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

(৮) মূলধন ব্যয়

মূলধন ব্যয় আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মূলধন ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ ও মিতব্যয়ীতা অর্জন না করতে পারলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ হতে পারে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিচের কারণগুলোর জন্য মূলধন ব্যয়ের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না।

- ✓ পোস্ট অডিটের ব্যবস্থা নেই।
- ✓ বাহ্যিক উপাদান পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে বিবেচনা না করেই পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ✓ ত্রুটিপূর্ণ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

(৯) মজুতপণ্য ব্যবস্থাপনা

আমাদের দেশে মজুতপণ্য ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেমন-মিতব্যয়ীতা ক্রয়াদেশ পরিমাণ (Economic Order Quantity), এবিসি (ABC) বিশ্লেষণ ইত্যাদি ব্যবহার হয়না বললেই চলে। ফলে ক্রয়াদেশ খরচ ও বহন খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এছাড়া মজুতপণ্য হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিও দুর্বল বলে বিবেচিত হয়।

(১০) প্রাপ্য বিল ব্যবস্থাপনা

প্রাপ্য বিল ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে নিম্নলিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো প্রতীয়মান হয়:

- * প্রাপ্যবিল বিল আদায় সংক্রান্ত আইনগত কাঠামো পুরনো ধরনের।
- * প্রাপ্যবিল আদায়ে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার হয় না।
- * প্রাপ্যবিল সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি মেনে না চলা।

উপর্যুক্ত ত্রুটিগুলোর কারণে প্রতিষ্ঠানে তারল্য সমস্যা দেখা দেয়।

(১১) নগদান ব্যবস্থাপনা

নগদান ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ করার জন্য যে সকল আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, আমাদের দেশে তার প্রচলন খুব কম। নগদান ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ করার জন্য পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নগদান বাজেট প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু আমাদের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এই বাজেট প্রণয়ন করা হলেও সেটি মূলতঃ অশুদ্ধ ও অবাস্তব। এ ছাড়া নগদান বাজেটের বিচ্যুতি নিরূপনের জন্য কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ নিবারণ ব্যবস্থার প্রচলন নেই বললেই চলে। নগদান ব্যবস্থাপনায় সাফল্য অর্জনের জন্য সুসংঘটিত শেয়ার বাজার ও মুদ্রাবাজার থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশের শেয়ারবাজার এবং মুদ্রাবাজার মোটেই সুসংঘটিত ও উন্নত নয়। এছাড়া এই বাজারের তথ্য বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের জন্য প্রাক্কলন করা দূরহ ব্যাপার।

(১২) চলতি মূলধনে অর্থায়ন

আমাদের দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মূলতঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদী ঋণ থেকে চলতি মূলধনে অর্থায়ন করে। এই ঋণ গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত জামানতের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া সুদের হার বেশি হওয়ায় লাভের পরিমাণ কমে যায়। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো আবার এই ধরনের অর্থায়নের জন্য অপ্রতিষ্ঠানিক উৎসের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল।

(১৩) মুনাফা ব্যবস্থাপনা

মুনাফা ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ লভ্যাংশ প্রদান করা হলে নগদান ব্যবস্থাপনায় প্রভাব পড়ে। আবার সংরক্ষিত আয় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আমাদের দেশের বিনিয়োগকারীগণ সর্বদা নগদ প্রিয়তায় বেশি অগ্রাধিকার দেয়। এ ছাড়া মুনাফা ব্যবস্থাপনাকে বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের কাঠামো মেনে চলতে হয়।

(১৪) মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি

পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য ভোক্তাদের চাহিদা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্য চালাতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যবস্থার প্রচলন নেই বললেই চলে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের মূল্য নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন এবং মন্ত্রণালয়ের নীতি ও নির্দেশের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রভাবিত হয়।

(১৫) অন্যান্য

যে কোন ব্যবস্থাপনায় ফিডব্যাক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ফিডব্যাকের প্রচলন নেই বললেই চলে।



সারসংক্ষেপ :

- বেসরকারী খাতের শিল্প সংস্থায় প্রধান আর্থিক নির্বাহী সহজে শাখাগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে পারেন।
- সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীভূত না করে এটি বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন।
- প্রকল্প প্রণয়নে অপেক্ষাকৃত প্রচলিত জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
- প্রায় সকল সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়ন ঋণের টাকায় সম্পন্ন করতে হচ্ছে।
- আমাদের দেশে মজুতপণ্য ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার হয়না বললেই চলে।
- আমাদের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নগদান বাজেটের বিচ্যুতি নিরূপনের জন্য কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ নিবারণ ব্যবস্থার প্রচলন নেই বললেই চলে।
- আমাদের দেশের বিনিয়োগকারীগণ সর্বদা নগদ প্রিয়তায় বেশি অগ্রাধিকার দেয়।



ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলাদেশে আর্থিক ব্যবস্থাপক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্রমবর্ধমান চাহিদা সৃষ্টির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপ সমূহ এবং সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করুন।
৩. বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন সিদ্ধান্ত ও লভ্যাংশ সিদ্ধান্তের সুবিধা অসুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।
৪. প্রজেক্ট প্রোফাইলের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
৫. প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৬. প্রকল্প অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৭. বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলি চিহ্নিত করুন।
৮. বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলির প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা উল্লেখ করুন।